কাজা সম্পন্ন করার পূর্বে সিয়াম বিলম্বিত করার ফিদিয়া আদায় প্রসঙ্গ

﴿ حكم إخراج فدية تأخير الصيام قبل القضاء ﴾

[বাংলা – bengali – بنغالي]

ইসলাম কিউ, এ

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ حكم إخراج فدية تأخير الصيام قبل القضاء ﴾

« باللغة البنغالية »

الإسلام سؤال وجواب

ترجمة : ثناء الله نذير أحمد

مراجعة : إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

কাজা সম্পন্ন করার পূর্বে সিয়াম বিলম্বিত করার ফিদিয়া আদায় প্রসঙ্গ

প্রশ্ন :

জনৈকা নারীর উপর রমজানের কাজা ও ফিদিয়া ওয়াজিব। এখন সে আলাদা আলাদা প্রত্যেক দিনের ফিদিয়া আদায় করবে, না সম্পূর্ণ কাজা শেষে একসাথে সকল দিনের ফিদিয়া আদায় করবে ?

উত্তর :

আল-হামদুলিল্লাহ

পরবর্তী রমজান পর্যন্ত যে কাজা বিলম্ব করে, আর এ বিলম্ব যদি কোনো অসুস্থতা অথবা গর্ভ ধারণ কিংবা দুগ্ধ পান করানো ইত্যাদি ওজরের ফলে হয়, তাহলে তার উপর শুধু কাজাই ওয়াজিব। আর যদি কোনো ওজর ছাড়া হয়, তবে সে গুনাহগার হবে। তার উপর কাজা ওয়াজিব। ফিদিয়া ওয়াজিব হবে কি না ? এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন ফকিরকে খাদ্য দান করতে হবে। তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে না। সতর্কতা মূলক কেউ আদায় করলে ভাল।

যারা ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন, তাদের নিকট দ্বিতীয় রমজান প্রবেশ করলেই তা ওয়াজিব হয়। সে তা সে সময় আদায় কিংবা কাজা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে, তবে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য দ্রুত আদায় করাই উত্তম।

"الموسوعة الفقهية" (٧٦/٢٨) গ্রন্থে রয়েছে : {রমজানের কাজা ওয়াজিব দেরিতে হয়। জমহুর আলেমগণ বলেছেন, কিন্তু কাজার সময় শেষ করা যাবে না, অর্থাৎ পরবর্তী রমজানের চাঁদ উদয় পর্যন্ত বিলম্ব করা যাবে না। যেমন প্রথম ওয়াক্তের সালাত দ্বিতীয় ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা দুরস্ত নয়। আয়েশা -রাদিআলাহু আনহা- বলেছেন :

(كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم)

.

"আমার উপর রমজানের কাজা থাকত, কিন্তু রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের উপস্থিতির কারণে আমি তা শাবান ছাড়া কাজা করতে সক্ষম হতাম না।"

জমহুর আলেমের নিকট দ্বিতীয় রমজান পর্যন্ত কাজা বিলম্ব করা যাবে না, যদি কোনো কারণ ছাড়া বিলম্ব করে, তবে গুনাগার হবে। দলিল আয়েশার এ হাদীসই। যদি বিলম্ব করে, তাহলে তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। প্রত্যেক দিনের জন্য একজন ফকিরকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। যেমন ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা -রাদিআলাহু আনহুম- থেকে বর্ণিত, তারা জনৈক ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন, যার উপর কাজা ছিল, কিন্তু সে পরবর্তী রমজান পর্যন্ত কাজা করেনি :

(عليه القضاء، وإطعام مسكين لكلّ يوم).

"তার উপর কাজা এবং প্রত্যেক দিনের জন্য একজন ফকিরকে খাদ্য দান করা ওয়াজিব।" আর বিলম্বের এ ফিদিয়া কাজার পূর্বে, কাজার পর ও কাজার সাথে যখন ইচ্ছা আদায় করা বৈধ।

মিরদাবি হাম্বলী রহ. বলেছেন : "কাফ্ফারা পরিমাণ খাদ্য দান করবে। কাজার পূর্বে, কাজার সাথে ও কাজার শেষে সর্বাবস্থায় তা আদায় করা বৈধ।

মাজদ অর্থাৎ শাইখুল ইসলামের দাদা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন : কাজার পূর্বে আদায় করাই আমাদের নিকট উত্তম। দ্রুত কল্যাণ সম্পাদন করা ও দেরি করার পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার নিমিত্তে।" ইনসাফ : (৩/৩৩৩)